Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 64
October-December 2020

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : কুরআন ও হাদীসের আলোকে একটি পর্যালোচনা

The Government of Bangladesh's Social Safety Program A Qurān-Sunnatic Analysis

Mohammad Harunar Rashid*

ABSTRACT

Bangladesh is a developing country. Poverty is still our main problem. With its limited resources, the Government of Bangladesh has been straggling with meeting the needs of a large population in this densely populated country. Social safety net program is a humanitarian project of the government designed for the betterment of the underprivileged and backward people of the country. Under this program led by the Ministry of Social Welfare, the humanitarian assistance of the government is reaching the doorsteps of millions of destitute and insolvent people. Although the implication and utility of each program under this project have been studied and examined at different times in a separate and scattered manner, conducting a collective and thematic review is the need of the time, because the social and humanitarian underpinnings of the eternal teachings of Islam are not clear yet to many people. Along with its reviewing the social security programs in the light of the Qur'an and Sunnah, the article has discussed the concept of social services and social security in Islam and paid a brief account to the beginning of state allowance in Islam. The article has been written in descriptive and analytical methods. In some cases, however, different public documents have been used to collect information and data. It has been proved from the article that each project under this program stands on social and humanitarian aspirations. Islam not only supports these programs but ensuring the welfare of humanity is one of its prime concerns. This article would help upgrade the understanding of those people who consider Islam to be a religion of mere rituals.

Keywords : social safety; distressed humanity; state allowance; social safety net; poverty alleviation.

* Mohammad Harunar Rashid is a Lecturer of Arabic in Islamic Arabic University, Dhaka, email: iau.harun17@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য এখনো আমাদের প্রধানতম সমস্যা। সীমিত সম্পদ দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদাপূরণের এক কঠিন যুদ্ধ করে যাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। দেশের সুবিধাবঞ্চিত, অতিদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারের একটি মানবিক প্রকল্প 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি'। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে চলমান এ কর্মসূচির আওতায় লক্ষ লক্ষ সহায়হীন ও দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় নিয়মিত পৌঁছে যাচ্ছে সরকারের মানবিক সহায়তা। এ কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিটি বিষয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা পরিচালিত হলেও সামগ্রিক ও বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা সময়ের দাবি। কারণ, ইসলামের শাশ্বত শিক্ষার সামাজিক ও মানবিক দিকটি এখনো অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রবন্ধটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পর্যালোচনার পাশাপাশি ইসলামে সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা, ইসলামে রাষ্ট্রীয় ভাতার সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদনের সাহায্য নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এই কর্মসূচির আওতাধীন প্রতিটি প্রকল্পই সামাজিক ও মানবিক। ইসলাম এগুলোকে শুধু সমর্থনই করে না; বরং ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণসাধন। ইসলামকে নিছক কিছু ইবাদত কেন্দ্রিক ধর্ম হিসেবে যারা বিবেচনা করেন এ প্রবন্ধটি তাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

মূলশব্দ : সামাজিক নিরাপত্তা; দুস্থ মানবতা; রাষ্ট্রীয় ভাতা; সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী; দারিদ্র্য বিমোচন।

১. ভূমিকা

দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ সরকারের নানাবিধ কর্মসূচি সত্ত্বেও এখনো বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য ঝুঁকিতে রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯ এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার ২০.৫ এবং হত দারিদ্র্য হার ১০.৫। যাদের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দারিদ্র্যসীমার কিছুটা উপরে অবস্থানকারী কিন্তু নানা কারণে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষজন, যারা নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসব ঝুঁকি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। মূলত দরিদ্র, অসহায়ও ঝুঁকিগ্রস্ত- এসব জনগোষ্ঠীকে সহায়তাকল্পে সরকারের গৃহীত প্রকল্পসমূহ 'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' নামে পরিচিত। দেশের গরিব, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তাসহ সম্ভাব্য নানা ধরনের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

ইসলাম একটি মানবিক ও সামাজিক ধর্ম। ইসলাম সবসময় দুস্থ মানবতার সেবাকে উৎসাহিত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দুস্থ মানবতার সেবাকে শরীয়তের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি বা 'মাকাসিদুশ শরীয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আল্লামা ইউসুফ

কারজাভী বলেন, “আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, জনকল্যাণমূলক কাজ করা বা মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এর প্রচার-প্রসার করা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য ও ‘মাকাসিদে শরীয়াহ’র অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন উসুলবিদগণ এটিকে শরীয়তের মূল পাঁচ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ হচ্ছে, এটি মূলত শরীয়তের প্রথম উদ্দেশ্য ‘দ্বীন’ এর মধ্যেই শামিল রয়েছে। যেহেতু ‘দ্বীন’-এর মধ্যে ‘যাকাত’ ‘সদকাহ’ ইত্যাদি রয়েছে- যা কল্যাণমূলক কাজের মূলভিত্তি, তাই নতুন করে এটিকে গণ্য করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি।” (Al-Qaradāwī 2008, 25)

তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে রয়েছে ইসলামের সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত কর্মসূচি। বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সঙ্গে শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়; বরং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকেই উৎসারিত।

২. বাংলাদেশ সরকার গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

২.১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সূচনা ও বিকাশ

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির ইতিহাস সুদীর্ঘ। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় এককালীন ভাতা পেতেন। ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তাপুষ্ট গণপূর্ত কর্মকাণ্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করেছে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষ দিকে সরকার বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মতো জনপ্রিয় কর্মসূচিগুলোতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এছাড়া দাতাগোষ্ঠীও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও ছিল সামাজিক অনুদানমূলক (সোশ্যাল ট্রান্সফার) কর্মকাণ্ড।

ক্রমান্বয়ে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদত্ত সহায়তার হার বৃদ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্যসহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুরু হয়। এনজিও এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান যুক্ত হয়েছে।

এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে গত চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে, যা দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। (CRI 2018, 5)

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্যের হার কমেছে। এই প্রবণতাকে বাংলাদেশের বড় অর্জন মনে করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও নেতৃবৃন্দ। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সরকারের পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বিশেষ ভূমিকা ছিল। দেশে অতিদরিদ্রের সংখ্যা কমেছে। সাত বছরের ব্যবধানে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ অতি দরিদ্রসীমার উপরে উঠতে সক্ষম হয়। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবে অতিদরিদ্রের হার দেশের মাট জনসংখ্যার ১২.৯ শতাংশ নেমে এসেছে। ২০০৯ সালের দিকে যা ছিল ১৭.৬ শতাংশ। (Ibid, 6)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে দেশে প্রথমবারের মতো বয়স্ক ভাতা এবং ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীসহ নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী শিক্ষা, উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোক ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা, প্রতিবন্ধী মোবাইল থেরাপি ভ্যান চালুসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, প্রতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৬৪ হাজার ১৭৬.৪৮ কোটি টাকা, যা যথাক্রমে বাজেট ও জিডিপির ১৩.৮১ ও ২.৫৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৮১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা, যা যথাক্রমে বাজেট ও জিডিপির ১৫.৬২ ও ২. ৮৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা, যা যথাক্রমে বাজেট ও জিডিপির ১৬.৮৩ ও ৩.0১ শতাংশ। বর্তমানে দেশের ২৫ শতাংশ পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত। সব মিলিয়ে এক কোটি সাত লাখ ২৬ হাজার মানুষকে সরাসরি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধার আওতাভুক্ত করেছে সরকার। (*Jugantor*, Sep. 21, 2020)

২.২. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

‘সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী’ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় সরকার বর্তমানে ১৪৫টি প্রকল্প পরিচালনা করছে (CRI 2018, 5)। প্রকল্পসমূহ উদ্দেশ্যগতভাবে ‘সামাজিক নিরাপত্তা’, ‘সামাজিক ক্ষমতায়ন’ ও ‘সামাজিক সুরক্ষা’ শিরোনামে বিভক্ত রয়েছে। নিম্নে ‘সামাজিক নিরাপত্তা’

শিরোনামের আওতাভুক্ত ১৭টি প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দকৃত বাজেটের একটি সারণি দেয়া হলো :

ক্রম	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন)/	বাজেট (কোটি টাকায়) /
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৪৪.০০	২৬৪০.০০
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা	১৭.০০	১০২০.০০
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১৫.৪৫	১৩৯০.৫০
৪	ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস এবং অন্যান্য রোগীদের আর্থিক সহায়তা	০.৩০	১৫০.০০
৫	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	০.৫০	২৫.০০
৬	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকী ভাতা	০.২১	৬৩.৬৩
৭	বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী	১.০০	১২০.০০
৮	দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	৭.৭০	৭৬৩.২৭
৯	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং ভাতা	২.৭৫	২৭৩.১১
১০	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	২.০০	৩৩৮৫.০৫
১১	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা	০.১৫	৪৮০.১৫
১২	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন	০.৩০	৫১.০০
১৩	বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী (পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, বিস্কুট, ঢেউটিন ইত্যাদি)	১৪.৭৩	২৪২.৯৫
১৪	দুর্যোগ অনুদান (থোক)	০.০০	৩৬৯.৬৪
১৫	অবাঙালি পুনর্বাসন	০.১৫	১০.০০
১৬	বিবিধ ত্রাণ কার্য (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় অন্যান্য)	০.০০	৮১.০০
১৭	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিত অবসর ভাতা	৬.৩০	২৩০১০.০০
	উপমোট : লক্ষজন ও টাকা (ক.১.১) =	**১১২.৫৩**	**৩৪০৭৫.৩০**

(MSW 2021)

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচিসমূহের কর্মকাণ্ডের অভিন্নতা বা ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্রের মাধ্যমে (নম্বর : ০৪.০০০০.৭২২.৫৮.০০১.১৬.১১৩) নিম্নোক্ত পাঁচটি 'বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি ক্লাস্টার' গঠন করা হয় :

ক্রম	বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি ক্লাস্টার	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১	সামাজিক সহায়তা	১. সমাজকল্যাণ, ২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ৩. সংস্কৃতি বিষয়ক, ৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক, ৫. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, ৬. স্থানীয় সরকার, ৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান ও ৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২	খাদ্য নিরাপত্তা ও দূর্যোগ সহায়তা	১. খাদ্য, ২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, ৪. কৃষি, ৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ৬. অর্থ, ৭. সমাজকল্যাণ ও ৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩	সামাজিক বিমা	১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ২. অর্থ বিভাগ, ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, ৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান ও ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
৪	শ্রম ও জীবিকায়ন	১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ, ৩. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক, ৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৬. অর্থ বিভাগ, ৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান, ৮. মৎস ও প্রাণিসম্পদ ও ৯. কৃষি মন্ত্রণালয়	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৫	মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন	১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ৩. ভূমি, ৪. শিক্ষা, ৫. সমাজকল্যাণ, ৬. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ৭. স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, ৮. শ্রম ও কর্মসংস্থান, ৯. শিল্প ও ১০. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ১২. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(Cabinet 2021)

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নিম্নোক্ত ৮টি প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হয়েছে :

১. বয়স্ক ভাতা

২. বিধবা ভাতা

৩. প্রতিবন্ধী ভাতা

৪. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তা

৫. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা (জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা)

৬. এতিম প্রতিপালন (সরকারি শিশু পরিবার ও বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরি)

৭. অবাঙালি পুনর্বাসন

৮. চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন

কুরআন ও হাদীসের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার পূর্বে সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে মৌলিক কিছু ধারণা নেয়া প্রয়োজন। যেহেতু

কর্মসূচিসমূহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করা, তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার কার্যকারিতা বিষয়েও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

২.৩. ইসলামে সমাজের ধারণা

মানুষ একাকী থাকতে পারে না। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। আদম আ.-কে প্রথম মানব হিসেবে সৃষ্টির পর হাওয়া আ.-কেও সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে আদম আ.-কে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে না হয়। অতঃপর তাদের একসঙ্গে জান্নাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো, তোমাদের যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে খাবার গ্রহণ করবে, তবে এই গাছের কাছেও আসবে না, নতুবা তোমরা জালিম বলে গণ্য হবে। (Al-Qurān, 7:19)

মূলত পারস্পরিক ভালোবাসা-সৌহার্দ্যবোধ এবং একে অন্যের সহযোগিতার দরুন মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তার নিদর্শনের একটি হলো, তিনি তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা প্রশান্তি অনুভব করো। তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া ঢেলে দিয়েছেন, এতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (Al-Qurān, 30:21)

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকা মানুষের একটি সহজাত চাহিদা। তাই চাইলেও কেউ একাকী থাকতে পারে না। পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা থাকলে মানুষের জীবন সত্যিকারভাবেই সুন্দর হয়।

আর গোষ্ঠী ও সমাজ কোনো দেশ বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদের পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের অনেক জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান, আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞাত ও সর্ববিষয়ে অবগত। (Al-Qurān, 49:13)

সমাজজীবনের প্রেক্ষাপটেই ইসলামের বিধি-বিধান আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন। তাই কুরআন-হাদীসের দিকনির্দেশনা ও ইসলামের শিষ্টাচারগুলো সমাজের মানুষের মাঝে প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন।

ইসলামপূর্ব সময়ে মক্কায় চরম বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় বিরাজ করছিল। ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য-ভালোবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতাসহ শিষ্টাচার হারিয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম এসে সমাজকে নতুনভাবে সাজাতে থাকে। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে মানুষ পরিণত হয় সোনার মানুষে। তাই সমাজচ্যুত কেউ ইসলামের মৌলিক আদর্শ লালন করতে পারে না। সবাইকে নিয়ে বসবাস করা এবং সংঘবদ্ধ হয়ে সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করাই ইসলামের মূল চাহিদা। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

আর তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তর এক করেছেন এবং তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। (Al-Qurān, 3:101)

২.৪. ইসলামে সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা

ইসলামে ইবাদতের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ও প্রশস্ত। তা মানুষের এমন অনেক কাজকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে, তাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ঘোষণা করেছে, যা তাদের কল্পনায়ও আসে না। মানবকল্যাণে করা সব কাজ ইসলামে ইবাদত হিসেবে গণ্য। শর্ত হলো, তা নিঃস্বার্থ মানবসেবা হতে হবে। সেবক বিশ্বাস করবে, আমি এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব, তার কাছ থেকেই প্রতিদান পাব। সে সুনাম ও সুখ্যাতির আশা করবে না।

প্রতিটি এমন কাজ, যা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুশ্চিন্তা, বিপদগ্রস্তের বিপদ, আহতের ক্ষত, বঞ্চিতের অধিকার, মজলুমের জুলুম, পরাভূত ব্যক্তির পরাজয় দূর করার উদ্দেশ্যে হয়- তা ইবাদত। একইভাবে যে কাজের মাধ্যমে দরিদ্রের অভাব দূর হয়, পথভ্রান্ত পথিক পথ পায়, অজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, মুসাফির আশ্রয় পায়, সৃষ্টির কষ্ট দূর হয়, মানুষ সহজে রাস্তায় চলতে পারে– এর সবই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে, যদি ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ হয়। এর কতগুলোকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের অংশ, কতগুলোকে ইবাদত ও কতগুলোকে পুরস্কারযোগ্য আমল বলেছেন।

সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম নামায, রোযা, যিকির ও দুআ নয়; ইবাদতের পাশাপাশি মুমিন সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমেও নিজের নেকির পাল্লা ভারী করতে পারে। এসব কাজ শ্রমসাধ্য না হলেও আল্লাহর দরবারে মূল্যবান, পরকালে আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় ভারী আমল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا أَدُلُّكُم على أَفْضَلَ من درجةِ الصلاةِ والصيامِ والصدقةِ ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ . قال : إصلاحُ ذاتِ البَيْنِ فإنَّ فسادَ ذاتِ البَيْنِ هي الحالِقَةُ.

> আমি কি তোমাদের রোযা, নামায ও সদকার চেয়ে মর্যাদাবান আমলের সংবাদ দেব? তাঁরা (সাহাবায়ে কিরাম রা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'মানুষের মাঝে সমঝোতা করে দেওয়া। কেননা মানুষের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা ধ্বংসাত্মক। (Abū Dā'ūd 2015, 4919)[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামতের একটি চমৎকার দৃশ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যেখানে মহান স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন। ইরশাদ হয়েছে,

> إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قالَ: يا رَبِّ وكيفَ أُطْعِمُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أسْقِيكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أما إنَّكَ لو سَقَيْتَهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي.
>
> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু, আমি আপনার সেবা কিভাবে করব, আপনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তার সেবা কেন করোনি? তুমি কি জানতে না, তার সেবা করলে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে আহার করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু, আপনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, আপনাকে আমি কিভাবে খাবার খাওয়াব? আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, তুমি তাকে দাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তুমি তাকে খাওয়াতে, তবে তা আমার কাছে এসে পেতে? হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু, আপনি জগৎসমূহের প্রতিপালক আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাব? আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তুমি তা আমার কাছে এসে পেতে। (Muslim 2006, 1196 & 2569)
>
> অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
>
> بيْنَما رجُلٌ يمْشِي بِطريقٍ وَجَدَ غُصْن شَوْكٍ علَى الطَّرِيقِ، فأَخَّرُه فشَكَر اللَّهُ لَهُ، فغَفر لَهُ
>
> এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল পড়ে থাকতে দেখল এবং তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার কাজে সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। (Muslim 2014, 6669)

---

১. হাদিসটিতে মূলত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কারণ মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-হানাহানি ও বিশৃংখলা থাকলে ইবাদত-বন্দেগীর ও দান-সদকার দৃশ্যমান কোন প্রভাব সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে থাকে না।

ইসলাম সমাজসেবামূলক কাজের শুধু প্রশংসা করেনি, বরং মানুষকে সমাজসেবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, নির্দেশ দিয়েছে। তাকে মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ঘোষণা করেছে। মুসলিমদের নির্দেশনা দিয়ে বলেছে, তারা যেন সমাজসেবার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। ইসলামে সমাজসেবার ধারণা এত বিস্তৃত, যেকোনো শ্রেণির মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব। ইসলাম সমাজসেবাকে কোনো স্থান বা সময়ের সঙ্গে আবদ্ধ করেনি, তাকে আর্থিক সেবায় সীমাবদ্ধ করেনি, শারীরিক শ্রমে সীমিত করেনি, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিষেবায় সংকুচিত করেনি, বরং ইসলামে সমাজসেবার ধারণা একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মতো, যেখানে সব মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখতে পারবে। ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার অংশ রয়েছে তাতে।

ইসলাম সমাজসেবা, মানবকল্যাণকে মানবিকতা ও মহানুভবতার ওপর ছেড়ে দেয়নি। ইসলামের দৃষ্টিতে তা মানুষের মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আবু হুরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

> كل سُلامى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يوْمٍ ، يعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يحامله عَلَيْهَا، أَوْ يرفعُ عَلَيْهَا مَتَاعهُ صَدقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ، وكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدقَةٌ، ودل الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.
>
> প্রতিদিন মানুষের শরীরের প্রতিটি জোড়ার বিপরীতে সদকা করা আবশ্যক। নিজের বাহনে কাউকে বহন করা বা তার পণ্য বহন করা একটি সদকা, ভালো কথা একটি সদকা, নামাজের উদ্দেশ্যে চলা প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সদকা, কাউকে পথ দেখিয়ে দেওয়া একটি সদকা। (Al-Bukhārī 2014, 2891)

একইভাবে হাদীসে এসেছে, মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা, বধির ব্যক্তিকে কিছু বুঝিয়ে দেওয়া, অন্ধকে পথ দেখানো, মানুষকে পথ দেখানো, সুপরামর্শ দেওয়া, দুর্বল ব্যক্তির বোঝা বহন করে দেওয়া ইত্যাদি কাজ আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং উত্তম দান। এভাবে ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার এবং সামাজিক পতন রোধ করার দীক্ষা দিয়েছে। ইসলামী সমাজে মৌলিক অধিকারে সবাই সমান।

ইসলামে সমাজসেবার ধারণা শুধু মানুষেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম পৃথিবীর সব প্রাণের সেবা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। জীব, জন্তু, পাখি, উদ্ভিদ সব কিছুর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলেছে ইসলাম। গোটা সৃষ্টিজগতের প্রতি ইসলাম দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে।

২.৪.১. অসহায়দের সহায় হওয়া সামাজিক দায়িত্ব

সমাজের সব মুসলিম ভাই ভাই। সমাজের সবার মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য থাকবে না। সবাই নিজ যোগ্যতা বলে সম্মানের অধিকারী হবে। আর আল্লাহর কাছে শুধু তাকওয়া বা পরহেজগারির গুণেই সম্মানিত হবে। এক মুসলিমের সমস্যায় অন্য

মুসলিম এগিয়ে আসবে। সবার প্রতি সবার ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যবোধ থাকবে। আল্লাহতাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

মুমিনরা একে অপরের ভাই, তাই তোমরা তোমাদের ভাইদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (Al-Qurān, 49:10)

আল্লাহ তাআলা সমাজের সব শ্রেণির প্রতি অনুগ্রহ ও সহায়তা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সমাজের অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র ও এতিমদের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলামে এতিমদের প্রাপ্য প্রদানে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾

তোমরা এতিমের সম্পদের কাছেও যাবে না, তবে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত ন্যায়সংগতভাবে তা ব্যয় করতে পারবে। (Al-Qurān, 6:152)

অন্যদিকে যারা এতিমের প্রতি দয়ার্দ্র হয় না, তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে অনেক হুঁশিয়ারি এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ(٣)﴾

আপনি কি এমন লোক দেখেছেন, যে দ্বীন ইসলাম অস্বীকার করে? সে ওই লোক, যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়, অসহায়-দুস্থদের খাওয়াতে কাউকে উদ্বুদ্ধও করে না। (Al-Qurān, 107:1-3)

যারা প্রকৃত মুমিন তাদের অন্যতম গুণ হলো অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি দেখানো। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

খাবারের প্রতি তাদের খুব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অসহায়, এতিম ও কয়েদিদের আহার প্রদান করে। (Al-Qurān, 76:8)

যেকোনো নিপীড়িত মুমিনকে সাহায্য করা একজন মুসলিমের ঈমানি দায়িত্ব। তাই রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে জালিম হোক বা মাজলুম হোক। এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবারা জালিমকে সাহায্য করার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা। (Al-Bukhārī 2014, 6952)

২.৪.২. ইনসাফভিত্তিক সুষম অর্থব্যবস্থা

সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ইসলাম একদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহর্মিমতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, সমাজের অসহায়, দরিদ্র,

পীড়িত ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছে এবং সবার অন্তরে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে এমন একটি সুষম অর্থব্যবস্থা কায়েম করেছে- যেখানে সমাজের কোন শ্রেণি ও পেশার মানুষ বঞ্চিত থাকবে না। সবাই নিজ নিজ অধিকার ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে পাবে। যাকাত, খারাজ, ওশর, জিযয়াসহ ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানগুলোর প্রধান লক্ষ্যই সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। যেন রাষ্ট্রের কতিপয় মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে না থাকে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে না যায়। (Al-Qurān, 59:7)

ইসলাম নির্দেশিত এ অর্থব্যবস্থায় শুধু সম্পদ পুঞ্জীভূত করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাষ্ট্রের কাজ নয়। বরং সম্পদের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাই হবে প্রধান লক্ষ্য। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের তুলনায় জনগণের বর্তমান প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ওমর রা. বায়তুল মালের সম্পদ ব্যয়ে এই নীতি অবলম্বন করতেন। ঐতিহাসিক ইবনুল জাওযী রহ. তার সম্পর্কে বলেন, 'ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ জমা করে রাখা ওমর রা.-এর নীতি ছিল না। বরং তিনি সম্পদের অধিকারীদের হাতে তা দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দিতেন। প্রতিবছর একবার তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য করার নির্দেশ দিতেন।' (Ibn al-Jawzī 1996, 79)

সম্পদের সুফল লাভের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে ইসলাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। দুর্নীতির পথ খোলে এমন বৈধ বিষয়েও ইসলাম কঠোরতা আরোপ করেছে। রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর কঠোরতার একটি চিত্র নিম্নের হাদীসে ফুটে উঠেছে।

بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد ، يقال له ابن الأتبية على الصدقة ، فلما قدم، قال: هذا لكم ، وهذا أهدي إلي . قال : فهلاجلس في بيت أبيه أو بيت أمه، ، فينظر يهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامةيحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه،اللهم هل بّلغت، للهم هل بلّغت .

নবী ﷺ আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে জাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। তার নাম ইবনুল উতবিয়্যা। সে কর্মস্থল হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে বললো, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তার এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, সে তার বাবা বা মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখুক যে তাকে কেউ উপহার দেয় কি না? শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! সদকার মাল হতে যে স্বল্প পরিমাণও আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। যদি সেটা উট, গাভী কিংবা বকরী হয়, তা চিৎকার করবে। অতঃপর তিনি দু'হাত এতটা উঁচু করেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি

বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? (Al-Bukhārī 2014, 2597)

২.৪.৩. ইসলামে রাষ্ট্রীয় ভাতার সূচনা

মহানবী ﷺ-এর আমলে নির্ধারিত কোন রাষ্ট্রীয় ভাতা ছিল না। 'গনীমত' ও 'ফাই'-এর নির্দিষ্ট অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। বাকি যা কিছু থাকতো তা অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হতো। সেক্ষেত্রে তিনি অগ্রাধিকার কিংবা বংশের কারণে কাউকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। আবু বকর রা. ও ওমর রা.-এর আমলেও এমনটা প্রচলিত ছিল। তবে ওমর রা. পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ভাতার জন্য আলাদা একটি 'দিওয়ান' বা বিভাগ চালু করেন। এরপর তিনি বার্ষিক ভাতার হার পুনর্বিন্যাস করেন। যা ছিল নিম্নরূপ :

খাত	পরিমাণ
যেসব আনসার-মুহাজির বদরের যুদ্ধে হাজির ছিলেন	৫০০০ দিরহাম
যেসব আনসার-মুহাজির বদরের যুদ্ধে হাজির হতে পারেননি	৪০০০ দিরহাম
মহানবী ﷺ-এর সম্মানিত স্ত্রীদের জন্য	১২০০০ দিরহাম
রাসূল ﷺ-এর চাচা আব্বাস রা.	১২০০০ দিরহাম
হাসান-হুসাইন রা.	৫০০০ দিরহাম
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.; খলিফাপুত্র	৩০০০
মুহাজির ও আনসারদের ছেলেদের	২০০০
মক্কাবাসীদের প্রতিজন	৮০০০
শ্রেণির বিভিন্নতায় প্রতিজন মুসলিমের জন্য	৩০০-৫০০
আনসার-মুহাজির প্রতি নারীর জন্য	২০০-৬০০

ওমর রা. এর সময়ের রাষ্ট্রীয় ভাতার খাত ও পরিমাণ (Zaydān 2012, 1/180) [২]

খুলাফায়ে রাশেদার ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এমনই ছিল রাষ্ট্রীয় ভাতা। কিন্তু উমাইয়াদের আমলে ভাতার পরিধি বৃদ্ধি হয়। মুআবিয়া রা.-এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। তাদের জন্য বাৎসরিক ৬০ মিলিয়ন দিরহাম ব্যয় করা হতো। প্রত্যেকে একহাজার দিরহাম করে পেতেন। এটি ছিল ওমর রা.-এর নির্ধারিত ভাতার দ্বিগুণেরও বেশি। (Ibid)

এভাবে পরবর্তীকালে সময়ের বিবর্তনে ভাতার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, এর আওতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে।

৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ইসলামের সাধারণ ধারণা বিষয়ে আলোচনার পর নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :

২. জুরজী যায়দান বর্ণিত তথ্যসমূহ 'আল আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

৩.১. বয়স্ক ভাতা এবং বয়স্কদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যতম একটি প্রকল্প হচ্ছে বয়স্ক ভাতা। এটি দেশের দরিদ্রপীড়িত বয়স্ক মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের সহানুভূতিমূলক একটি কর্মসূচি। উপরে উল্লেখিত সারণীতে এখাতে সরকারের বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে। বয়স্কদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম শুধু ভাতার প্রদানের উপর সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও কল্যাণকামিতার নিগূঢ় শিক্ষার মাধ্যমে বয়স্কদের সবধরণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। বয়স্কদের সম্মান, সেবাযত্ন ও পরিচর্যার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ :

৩.১.ক. বয়স্কদের **প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে**। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

বয়স্ক মুসলিম, কুরআনের বাহক– যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারী নয় ও অবজ্ঞাকারী নয়– এবং ন্যায়বিচারকারী বাদশাহকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর (Abū Dā'ūd 2015, 4843)

অপর একটি হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন,

جاء شيخ يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.

একজন বয়স্ক লোক রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসে। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে রাসূল ﷺ বললেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বয়স্কদের সম্মান করেনা, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (Al-Tirmīdhī 2013, 2031)

৩.১.খ. বয়স্ক ব্যক্তি যদি আত্মীয় হয়, বিশেষত মা-বাবা হয়, তবে ইসলাম তাদের প্রতি আলাদা ব্যবহারবিধি অনুসরণ ও নিবিড় সেবাযত্নের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا * رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদের 'উহ' শব্দটিও বলো না, তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সঙ্গে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বলো- হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। তোমাদের পালনকর্তা

তোমাদের মনে যা আছে তা ভালোই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। (Al-Qurān, 17:23-26)

৩.১.গ. বয়স্কদের অগ্রাধিকার দেওয়া :

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن جبريل أمرني أن أكبر.

বয়স্কদের অগ্রাধিকার দিতে জিবরিল আ. আমাকে আদেশ দিয়েছেন।' (Aḥmad 1999, 10/351, 6226; Al-Bayhaqī 1994, 1/40, 171)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম মানাভী রহ. বলেন,

وفيه أنَّ السِّنَّ مِن الأوصاف التي يُقدَّم بها، فيُستدلُّ به في أبوابٍ كثيرةٍ من الفقه سيما في مورد النصِّ وهو الإرفاق بالسواك، ثمَّ يطَّرد في جميع وجوه الإكرام، كركوبٍ وأكلٍ وشربٍ وانتعالٍ وطيبٍ، ومحلُّه ما إذا لم يعارض فضيلةَ السِّن أرجحُ منها، وإلاَّ قُدِّم الأرجحُ كإمامة الصلاة والإمامة العُظمى وولاية النكاح وإعطاء الأيمن في الشرب، ولا منافاة بين ذلك والحديث؛ لأنه لم يدلَّ على أنَّ السِّنَّ يُقدَّم به على كُلِّ شيءٍ، بل أنه شيءٌ يحصل به التقديم.

বয়স্ক হওয়া অগ্রাধিকার পাওয়ার একটি কারণ। এটি দ্বারা ফিক্‌হ এর অনেক বিষয় প্রমাণ করা যায়। বিশেষত যেসব বিষয়ে সরাসরি 'নস' পাওয়া যায়। যেমন আগে মিসওয়াক দেওয়ার ক্ষেত্রে। অতপর সবধরনের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। যেমন, আরোহন, পানাহার, জুতা পরিধান, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি, যদি না বয়স্ক হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি শরীয়তের অন্য কোন নির্দেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়। যেমন, নামাযের ইমামতি, দেশের নেতৃত্ব, বিবাহের অভিভাবকত্ব, ডান পাশের ব্যক্তিকে পানপাত্র দেয়া ইত্যাদি। এর সঙ্গে উপরোক্ত হাদীসের কোন বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। কারণ, উক্ত হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণ হয়না যে, বয়স্ক হওয়ার কারণে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। বরং হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বয়স্ক হওয়াটা অগ্রাধিকার পাওয়ার একটি কারণ। (Al-Munawī 1973, 2/193)

বয়স্কদের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে 'বয়স্ক ভাতা' প্রদান ছাড়াও তাদের সবধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৩.২. বিধবা ভাতা এবং ইসলামে বিধবা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিধবা ভাতা দিয়ে থাকে। ইসলামের তথা কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

ইসলাম স্বামীহারা নারীদের মানবিক সম্মান ও অধিকার দিয়েছে। ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীরা বিভিন্ন অবিচার ও বৈষম্যের শিকার ছিল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধবা নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিজে একাধিক বিধবা নারীকে বিয়ে করে প্রমাণ করেছেন যে, তারা অপয়া ও অচ্ছুৎ নয়। চাচা আবু তালিব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন,

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ.

তিনি শুভ্র, তার চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হতো, তিনি এতিমদের খাবার পরিবেশনকারী আর বিধবাদের তত্ত্বাবধায়ক। (Al-Bukhārī 2014, 1008)

সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব অধিকার ইসলাম বিধবা নারীকে দিয়েছে। বিধবা নারীকে ইসলামের দেওয়া প্রধান প্রধান অধিকার হলো :

৩.২.ক. সম্পদের উত্তরাধিকার

ইসলাম বিধবা নারীকে স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছে। বিধবা নারী সন্তান ও সন্তানের সন্তানের সঙ্গে স্বামীর সম্পদের এক-অষ্টমাংশের মালিক হয় আর সন্তান ও সন্তানের সন্তান না থাকলে এক-চতুর্থাংশের মালিক হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ, তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ। তোমরা যে অসিয়ত করবে তা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। (Al-Qurān , 4:12)

বিধবা স্ত্রী সন্তানহীন হলে অথবা অন্যত্র বিয়ে করলেও সে মৃত স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যদিও বিষয়টি নিয়ে সমাজে কুসংস্কার রয়েছে।

৩.২.খ. সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক বিধবা নারীকে বিয়ে করে তাদের প্রতি সামাজিক অবহেলো ও অবজ্ঞার পথ বন্ধ করেছেন এবং তিনি বিধবার প্রতি সদয় আচরণ করার জন্যে এবং তাদের অভাব-অনটনে পাশে দাঁড়ানোর জন্যে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিধবা নারীর দায়িত্ব গ্রহণকারীর জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.

বিধবা ও মিসকিনের (সহযোগিতার) জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মতো। (Al-Bukhārī 2014, 5353)

৩.২.গ. বিয়ে ও নতুন জীবন :

ইসলাম বিধবা নারীকে শুধু বিয়ের অনুমতি দেয়নি; বরং উৎসাহিত করেছে। স্বামীর মৃত্যু বা তালাকপ্রাপ্তা হলে নির্ধারিত সময় ইদ্দত পালন করার পর বিধবা নিজের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কেউ তাকে বাধ্য

করতে বা বাধা দিতে পারবে না। আশরাফ আলী থানবি রহ. বলেন, 'চরম মূর্খতার কারণে বেশির ভাগ মানুষ বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিয়েকে দোষের মনে করে। ... অথচ কখনো কখনো বিধবা নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম বিয়ের মতো ফরজ। যেমন বিধবা যুবতী হলে, তার বিভিন্ন আচরণে বিয়ের চাহিদা প্রকাশ পেলে, বিয়ে না দিলে ফিতনার ভয় থাকলে, খাওয়া-পরার কষ্ট থাকলে, দারিদ্র্যের কারণে দ্বীন-ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয় আছে– এমন নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে ফরজ। এমন অবস্থায় বিধবা নারী বিয়ে করতে না চাইলেও তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। (Thanwī 2015, 61)

৩.২.ঘ. সন্তানের দায়িত্ব শুধু বিধবা নারীর নয়

সাধারণত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিধবা নারী তার জীবন ও যৌবন বিসর্জন দেয়। অথবা সন্তানের দোহাই দিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখা হয়। ইসলাম বিধবা নারীকে সন্তানের 'একক দায়' থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলামী শরীয়ত মতে, সম্পদ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পিতার অবর্তমানে দাদা সন্তানের অভিভাবক এবং তার অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক অভিভাবক নির্ধারণ করে দেবে। অবশ্য মা সন্তান প্রতিপালন করবে, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিয়ে করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

> তুমি সন্তানের ব্যাপারে বেশি হকদার, যতক্ষণ না তুমি বিয়ে করো। (Abū Dā'ūd 2015, 2276)

তবে সন্তান প্রতিপালনের অজুহাতে মায়ের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ.

> কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। (Al-Qurān, 2: 233)

তা ছাড়া বিধবা নারী ও তার সন্তানের প্রতিপালন মুসলিম সমাজ ও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে মত দিয়েছেন ইসলামী আইনবেত্তাগণ।

৩.২.ঙ. আত্মত্যাগী বিধবার জন্য পুরস্কার

ইসলাম বিধবা নারীকে অবিবাহিত থাকতে নিরুৎসাহিত করে। এর পরও কোনো বিধবা নারী যদি তার সন্তানের জীবন ও ভবিষ্যতের চিন্তা করে নিজের স্বাদ-আহ্লাদ বিসর্জন দেয় এবং সন্তানপ্রতিপালনে সততার সঙ্গে ধৈর্যের পরিচয় দেয়, তবে পরকালে সে পুরস্কৃত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

" أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَأَوْمَأَ يَزِيدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ " امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ ، وَجَمَالٍ ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا"

> আমি ও (নিজের যত্ন না নেওয়ায়) চেহারায় দাগ পড়া নারী পরকালে এভাবে থাকব। [হাদীসের এ অংশটি বলার পর বর্ণনাকারী ইয়াযিদ তার মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন] সে হলো এমন নারী যার স্বামী মারা গেছে এবং তার বংশীয় মর্যাদা ও সৌন্দর্য থাকার পরও সে নিজেকে বিরত রাখে এতিম সন্তানদের জন্য– যতক্ষণ না সন্তানরা (স্বাবলম্বী হয়ে) পৃথক হয়ে যায় অথবা মারা যায়। (Abū Dā'ūd 2015, 5149)

৩.৩. প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ইসলামে প্রতিবন্ধীদের অধিকার

প্রতিবন্ধী বলতে শারীরিক বা মানসিক এমন কিছু অবস্থা, যার কারণে অন্যদের মতো স্বাভাবিক চলাফেরা, চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতার জন্য সবাইকে সচেতন করতে প্রতি বছরের ৩ ডিসেম্বর সারা বিশ্বে দিবসটি উদযাপিত করে।

প্রতিবন্ধী ভাতা বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমাজের অসচ্ছল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য সরকার এ খাতে প্রতিবছর বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতা খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল ১৩৯০.৫০ কোটি টাকা। (Budget, 2019-2020)

ইসলাম প্রতিবন্ধীদের কেবল আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেনি; বরং তাদের মানসিক অবস্থার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

৩.৩. ক. প্রতিবন্ধীদের সম্মান করা

প্রতিবন্ধীরা এমনিতে হীনমন্যতায় ভুগে থাকে। কেউ কথা বা কাজে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করলে তারা খুব কষ্ট পায়। এ জন্য ইসলাম প্রতিবন্ধীদের আবেগ-অনুভূতি ও আত্মসম্মানের প্রতি আঘাত আসে– এমন আচরণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। মানুষ হিসেবে তাদেরকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রা. ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী একজন অন্ধ সাহাবী। একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে ইসলামের কথা বলছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম রা. এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তার কুরাইশের নেতৃবর্গের সামনে আসা তিনি অপছন্দ করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতুম রা. দৃষ্টিহীন হওয়ায় তা আঁচ করতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিরস্কার করে আয়াত অবতরণ করেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.

> সে ভ্রু কুঞ্চিত করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসেছে। তুমি কি জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। আর যে তোমার নিকট ছুটে এলো সশংকচিত্তে, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে। (Al-Qurān, 80:1-10)

এরপর থেকে রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলতেন,

> مرحبا بمن عاتبني فيه ربي.
>
> স্বাগত, যার ব্যাপারে আমার রব আমাকে তিরস্কার করেছেন। (Al-Qurtubī 2006, 22/71)

সহীহুল বুখারীতে ইতবান বিন মালিক নামক এক আনসারী সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ আছে। তিনি অন্ধ ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন। আমি সেই স্থানকে সালাতের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিই। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকর রা. কে সঙ্গে নিয়ে সেই অন্ধ সাহাবীর আমন্ত্রণে তার ঘরে গিয়েছিলেন এবং তার দেখানো জায়গায় দু'রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন। এরপর তার ঘরে বসে 'খাযিরাহ' নামক খাবার গ্রহণ করেছিলেন। (Al-Bukhārī 2014, 425)

আমর ইবনুল জামুহ রা. একজন খোঁড়া সাহাবী ছিলেন। তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত সাহাবী আনাস বিন মালিক রা.। তিনি বলেন,

> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : يَا بَنِي سَلَمَةَ مَنْ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : جَدُّ بْنُ قَيْسٍ إِلَّا أَنَّا نُبْخِلُهُ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّيِّدَ لَا يَكُونُ بَخِيلًا : بَلْ سَيِّدُكُمُ الْجَعْدُ الْأَبْيَضُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ.
>
> রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি সালমা গোত্রের এক মজলিসে দাঁড়ালেন। অতপর বললেন, হে বনি সালমার লোকেরা, তোমাদের নেতা কে? তারা বলল, জাদ্দু ইবনে কাইস। কিন্তু তিনি কৃপণ। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, নেতা কখনো কৃপণ হতে পারে না। বরং তোমাদের সর্দার হলো ফরসা ও কোঁকড়ানো চুলবিশিষ্ট আমর ইবনুল জামুহ।' (Abū Nu'aym 1996, 7/317)

৩.৩.খ. সান্ত্বনা ও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া

প্রতিবন্ধীরা সাধারণত ভগ্ন হৃদয়ের হয়ে থাকে। অনেক সময় জীবন থেকে হতাশ হয়ে পড়ে। অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এ জন্যে ইসলামের নবী মুহাম্মদ ﷺ সবসময় প্রতিবন্ধীদের সান্ত্বনা দিতেন। তাদেরকে সবর ও ধৈর্যের শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদেরকে ধৈর্যের বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের জন্য কী অফুরন্ত নেয়ামত রেখেছেন তা শুনাতেন। 'আতা ইবনু আবি রাবাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها.
>
> ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতি মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, এই কালো রঙের মহিলাটি। সে একদিন নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, আমি মাঝে মাঝে মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়। তাই আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। নবী ﷺ বললেন, তুমি যদি চাও ধৈর্য ধারণ করতে পার, এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে। আর তুমি যদি চাও আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি, যেন তিনি তোমাকে সুস্থতা দান করেন। মহিলাটি বলল, আমি বরং ধৈর্য ধারণ করব। কিন্তু যেহেতু আমার লজ্জাস্থান খুলে যায়, তাই আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যাতে ঐ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান খুলে না যায়। নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। (Al-Bukhārī 2014, 5652)

অপর এক হাদীসে কুদসীতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নবী ﷺ বলেন,

> يقول الله عزوجل من أذهبت حبيبتيْه فصبرواحتسبَ لم أَرْضَله ثواباً دون الجنة.
>
> মহান আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি যে ব্যক্তির দু'টি প্রিয় চোখ কেড়ে নিয়েছি, তারপর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করেছে, আমি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রতিদান দিয়ে সন্তুষ্ট হব না। (Al-Tirmīdhī 2013, 2564)

৩.৩.গ. প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতার মূল্যায়ন

সব মানুষের মধ্যে কোন না কোন প্রতিভা লুকায়িত থাকে। অনেক প্রতিবন্ধীর মধ্যেও অসাধারণ কিছু প্রতিভা থাকে। ইসলাম প্রতিবন্ধীদের প্রতিভাকে মূল্যায়ন করার শিক্ষা দিয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে মদিনায় দুইবার তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। (Abū Dā'ūd 2015, 2931)

বেলাল রা. এর সঙ্গে তিনিও মসজিদে নববীতে আযান দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
>
> বেলাল রা. রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই তোমরা ইবনু উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত পানাহার করতে পার। (Al-Bukhārī 2014, 617)

মু'য়ায ইবনু জাবাল রা. এর এক পা খোঁড়া ছিলো। কিন্তু তার প্রখর বিচারিক শক্তিকে মূল্যায়ন করে নবী ﷺ তাকে ইয়ামানের বিচারক নিয়োগ করেছিলেন। (Al-Bukhārī 2014, 1395)

এভাবে ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য প্রতিবন্ধীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, প্রতিবন্ধিত্ব যাদের জীবনে প্রতিবন্ধক হয়নি। মুসলিম সমাজে তারা অনেক সুস্থ মানুষের চেয়েও অনেক দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলেন।

ইসলাম মানুষকে শারীরিক সৌন্দর্য ও বর্ণ দিয়ে বিবেচনা করে না; বরং ব্যক্তির যোগ্যতাই এখানে মুখ্য। নবী ﷺ বলেন,

> إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
>
> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দেখেন না। বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে। (Muslim 2014, 6543)

৩.৩.ঘ. প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা

প্রতিবন্ধী বলতে আমরা তাদের বুঝি, যাদের দেহের কোনো অংশ বা তন্ত্র আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়েছে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ভালো-মন্দেরও সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তার সৃষ্টিকুলের কিছু অংশকে আমরা অনেক সময় অস্বাভাবিক ও অসুস্থ দেখতে পাই। এর রহস্য ও কল্যাণ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তাই এই প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون.
>
> হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোন মহিলা যেন অপর কোন মহিলাকেও উপহাস না করে। কারণ, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা। আর তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত না হয় তারাই জালিম। (Al-Qurān, 49:11)

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা-এর পা দু'টি খুব চিকন ছিল। একদিন তিনি 'আরাক' নামক গাছ থেকে মেসওয়াকের জন্য একটি ডাল ছিঁড়ছিলেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ জোরে বাতাস প্রবাহিত হলে তিনি পড়ে যাবার উপক্রম হলেন। বাতাসে তার চিকন জঙ্ঘা দু'টি দেখা গেলে উপস্থিত সাহাবীগণ হেসে উঠলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা হাসলে কেন? তারা বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের চিকন জঙ্ঘা দেখে হেসেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! এ জঙ্ঘা দু'টি আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় উহুদ পর্বতের চেয়েও ভারী।' (Abū Nu'aym 1996, 1/127)

অন্ধ লোককে পথ না দেখিয়ে বিপথগামী করা, তাদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও উপহাস করা থেকে নবী ﷺ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

> مَلْعُونٌ من كمه أعمى عن الطَّرِيقِ.
>
> সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে অন্ধকে পথ ভুলিয়ে দিল। (Aḥmad 1999, 1875)

৩.৩.ঙ. অসহায় প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ

প্রতিবন্ধীর মানসম্মান সংরক্ষণ এবং মানুষ হিসেবে তাদের অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, কোমল আচরণ করা এবং অন্যান্য বিপদগ্রস্ত মানুষের মতো তাদের পাশে দাঁড়ানো ইসলামের শিক্ষা। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন,

> تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.
>
> তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সদকা। তোমার সৎ কাজের আদেশ এবং তোমার অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সদকা। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সদকা। স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সদকা। পথ হতে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সদকা। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সদকা। (Al-Tirmīdhī 2013, 2071)

রাষ্ট্র, সমাজ ও বিত্তবানদের দায়িত্ব হচ্ছে অসহায় প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের অভাব অনটনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। তাদের সঙ্গে দয়া, মমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। সব ধরনের বিপদগ্রস্ত, অভাবগ্রস্ত ও সমস্যা-আক্রান্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে যাবার প্রতি উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
>
> আল্লাহ দয়ালুদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা জমিনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (Al-Tirmīdhī 2013, 2037)

ইসলাম প্রতিবন্ধী, অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তিদের অনেক কঠিন কাজ সহজ করে দিয়েছে এবং তাদের থেকে কষ্ট দূর করার বিধান দিয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন,

> رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ.
>
> তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে– ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। (Ibn Mājah 2013, 2041)

উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনু আবদিল আযীয রহ.-এর গৃহীত কার্যক্রম ছিল সর্বজনবিদিত। তখনকার সময়ের প্রখ্যাত ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী রহ. এক চিঠিতে ওমর ইবনু আবদিল আযীয রহ.-কে যাকাতের অংশ থেকে স্থায়ী প্রতিবন্ধী, সাময়িক প্রতিবন্ধী, অসহায় দরিদ্র, বিপন্ন, দেউলিয়া ও অর্থ ফুরিয়ে যাওয়া মুসাফিরের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করতে বলেন। এতে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সবার জন্য সমান অংশ নির্ধারিত ছিল। প্রত্যেক অন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একজন সেবকের ব্যবস্থা থাকত। (Abu Zohra1991, 68)

৩.৪. দুরারোগ্য রোগীদের আর্থিক সহায়তা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে, ক্যানসার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস এবং অন্যান্য রোগীদের আর্থিক সহায়তা। এখাতে প্রতিবছর সরকার বিপুল বরাদ্দ দিয়ে থাকে। শত শত দুরারোগ্য রোগী এতে উপকৃত হয়। এটি একটি মহৎ ও মানবিক কর্মসূচি।

ইসলামে অসুস্থ রোগীদের সহায়তার বিষয়টি অন্যান্য যে কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তার শামিল। তারপরও বিশেষভাবে অসুস্থদের সহায়তার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু, আমি আপনার সেবা কিভাবে করব, আপনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি জানতে না আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তার সেবা কেন করোনি? তুমি কি জানতে না, তার সেবা করলে তুমি তার কাছে আমাকে পেতে? (Aḥmad 1999, 14260)

ইসলাম অসুস্থ ব্যক্তিকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতার সুযোগ দিয়েছে। যেমন, রমজানে রোজা না রাখার অনুমতি, শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে হজ্জ না করার অনুমতি, স্বাভাবিকভাবে সালাত আদায় করতে না পারলে সুবিধামত অবস্থায় সালাত আদায়ের অনুমতি, এমনকি ফরজ জিহাদেও শরীক না হওয়ার অনুমতি ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ.

অন্ধের কোন দোষ নেই, খোঁড়ার কোন দোষ নেই, দোষ নেই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য (Al-Qurān, 24:61)

অসুস্থ হলে ইসলাম প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে তাগিদ দিয়েছে। পাশাপাশি রোগীকে অসুস্থতার দরুন বিপুল সওয়াবের সুসংবাদও দিয়েছে। অন্যদিকে রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় উৎসাহ দিয়েছে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা একজন মুসলমানের অন্যতম

দায়িত্ব আখ্যা দিয়েছে। যারা রোগীকে দেখতে যান, তাদের জন্য অসংখ্য প্রতিদানের ঘোষণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من عاد مريضا، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع.

যে ব্যক্তি কোনো রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যায়, সে ওখানে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ জান্নাতের বাগানের মধ্যে থাকে। (Muslim 2014, 6552)

আলী রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا، إِلَّا خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحًا، خَرَجَ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি বিকাল বেলা কোনো রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যায়, সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার জন্য দুআ করতে থাকে এবং জান্নাতে তাকে একটি বাগান দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা তার শুশ্রূষা করতে যায়, বিকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে এবং জান্নাতে তাকে একটি বাগান দেওয়া হয়। (Abū Dā'ūd 2015, 3098)

উম্মে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اذا حَضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً ، فان الملائكه يؤمنون على ماتقولون.

তোমরা যখন রোগী অথবা মৃত ব্যক্তির কাছে যাও তখন ভালো কথা বলো। কারণ সেখানে তোমরা যা কিছু বলো, সেটার ওপর ফেরেশতারা আমিন আমিন বলতে থাকেন (Muslim 2014, 2129)।

এভাবে ইসলাম অসুস্থ ব্যক্তিকে সহায়তা করা, এমনকি তাকে দেখতে যাওয়াকেও মহাপুণ্যের কাজ আখ্যায়িত করে মূলত মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছে।

৩. ৫. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বনাম ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করে বা অন্য কোনভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় যারা অবদান রেখেছে, বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে নানাভাবে সম্মানিত করে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকার সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানজনক মাসিক ভাতার পাশাপাশি অসুস্থ বা পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ভাতা ও শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত রেশনের বরাদ্দ করেছে। মোট তিনটি ক্যাটাগরিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের বরাদ্দ নিম্নরূপ :

ক্রম	ক্যাটাগরি	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ
১	মুক্তিযোদ্ধ সম্মানী ভাতা	৩৩৮৫.০৫ কোটি টাকা
২	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা	৪৮০.১৫ কোটি টাকা
৩	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন	৫১.০০ কোটি টাকা

(MSW 2021)

এ কর্মসূচিটি মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ চেষ্টাকে ইসলাম শুধু সমর্থনই করেনা, বরং উৎসাহিত করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যারা প্রাণ বিসর্জন দেয় ইসলাম তাদের কতটা সম্মান দিয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দেশপ্রেমের মূর্তপ্রতীক। মাতৃভূমিকে কতটা ভালোবাসতে হবে তা তিনি শিখিয়েছেন হাতে-কলমে। মক্কাবাসী যখন তাকে মক্কা থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দিচ্ছিল তখনো মক্কার ভালোবাসা তাকে চুম্বকের মতো টানত। মক্কার মায়া ছাড়তে পারছিলেন না তিনি। মক্কার প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল। মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

> أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، لولا أن أهلك لما خرجت
>
> আল্লাহর কসম! হে মক্কা, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, অথচ আমি জানি তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত জায়গা। তোমার অধিবাসীরা যদি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত, আমি কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। (Abū Ya'lā 1992, 5:69)

একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য দীর্ঘদিনের সাধনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর মদিনাকে নিজের দেশ হিসেবে গণ্য করে মদীনার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মদীনার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিককে নিয়ে এর সুরক্ষার জন্য অনেক যুদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক মদীনা সনদের অন্যতম মৌলিক ধারা ছিল এই যে, শত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে এখানকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিক ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করবে।

যারা রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রাখেন তাদের মর্যাদাও ঘোষণা করেছেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একাধিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের তাদের মাতৃভূমির সীমান্ত পাহারা দেওয়ার অনেক মর্যাদা বর্ণনা করেন। ইসলাম আক্রান্ত হলে যেমন সেই আক্রমণ প্রতিহত করে দেওয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, তেমনিভাবে মাতৃভূমি আক্রান্ত হলেও তা রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। তাই তো সাহাবায়ে কিরাম যেমন অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের কুরবান করে দিয়েছিলেন, তেমনি দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষায়ও ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে, দেশের মানুষকে ভালোবাসবে তাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে অনেক বড় পুরস্কার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
>
> দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর যে চোখ সীমান্ত পাহারায় বিনিদ্র রজনী যাপন করে। (Al-Tirmīdhī 2013, 1734)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّان.
>
> একদিন ও একরাত রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া একমাস রোযা রাখা ও রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাতে তার এ আমলের সওয়াব জারী থাকবে এবং তার (শহীদসুলভ) রিযিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে ব্যক্তি ফিতনাবাজদের থেকে নিরাপদ থাকবে। (Muslim 2014, 4938)

মহান আল্লাহর বড় নিয়ামত স্বাধীনতা। আমাদের প্রিয় লাল-সবুজের পতাকাকে রক্তের বিনিময়ে কিনতে হয়েছে। বাংলার পবিত্র মাটির স্বাধীনতা পেয়েছি অগণিত মানুষের জীবনদান ও ভালোবাসার মাধ্যমে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মজলুম মানুষের অধিকার আদায়ে লড়েছিলেন। কেউ যদি নিজের অধিকার, প্রাপ্য সম্পদ বা প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হন তবে ইসলামের দৃষ্টিতে তিনি শহীদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> من قُتِلَ دُون مَالِهِ فهو شَهِيدٌ، ومن قُتِلَ دُون أَهْلِهِ، أو دُونَ دَمِهِ، أو دُون دِيْنِهِ فهو شَهِيدٌ.
>
> যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ, পরিবার-পরিজন, নিজের প্রাণ বা নিজের ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। (Abū Dā'ūd 2015, 4772)

দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য যারা যুদ্ধ করে ইসলাম তাদের পরকালীন মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ যেমন দিয়েছে, তেমনি দুনিয়াতেও তাদের সম্মানিত করেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের চারভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে যোদ্ধাদের জন্য, আর একভাগ রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে বায়তুল মাল বা কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হবে। তা থেকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে বিভিন্নখাতের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾
>
> জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, এতিমদের, মিসকিনদের এবং পথচারীদের। (Al-Qurān, 8:41)

ওমর রা.-এর খেলাফত যুগে যখন রাষ্ট্রীয় ভাতার জন্য আলাদা একটি বিভাগ বা মন্ত্রণালয় খোলা হয়, তখন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং শাহাদত বরণকারী সাহাবী ও তাদের পরিবারের জন্য বার্ষিক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) দিরহাম ভাতা চালু করেন। (Jurji Zaydan 2012, 1:180)

৩.৬. সরকারি শিশু পরিবার ও ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী বনাম এতিমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা

বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যতম একটি প্রকল্প হচ্ছে এতিম প্রতিপালন। সরকারি শিশু সদনে নিবাসী এতিমদের শিক্ষা, বস্ত্র ও খাদ্যের

যোগান দেয়া হয়। পাশাপাশি অনেক বেসরকারি এতিমখানায় এতিমদের লালনপালনের জন্য মাসিক অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়। এখাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারের বাজেট ছিল ১৮৩.৬৩ কোটি টাকা। (Budget :2019-2020)

ইসলাম এ বিষয়টি কীভাবে দেখে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :
ইসলাম দয়া ও ভালোবাসার ধর্ম। এই ধর্ম হৃদয়ে আশার প্রদীপ প্রজ্বলন করে। অসহায়ের দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম। এই ধর্মের মহান শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হলে নিজের ও পরিবারের পাশাপাশি সমাজের দায়িত্বও পালন করতে হবে।

এতিম সম্পর্কে ইসলাম শুধু নৈতিক নির্দেশনামা দেয়নি; বরং এতিমের প্রশাসনিক ও আইনগত অধিকারের ভিত্তিও দাঁড় করিয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হাদীস ও ফিকহের কিতাবে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি আলোকপাত করা হলো:

৩.৬.ক. এতিমের প্রতি দায়িত্ব প্রসঙ্গে কুরআনের নির্দেশনা

এতিমের দায়িত্ব গ্রহণের গুরুত্ব, মর্যাদা ও নির্দেশনা সম্পর্কিত অনেক আয়াত পবিত্র কুরআনে রয়েছে। এতিমের প্রতি সুন্দর ও মানবিক আচরণ করাকে ইসলামে দ্বীনের অপরিহার্য অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতিমের সঙ্গে অসদাচরণ দ্বীন অস্বীকার করার নামান্তর ঘোষণা করা হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ﴾

তুমি কি দেখেছ তাকে যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো ওই ব্যক্তি, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। (Al-Qurān, 107 :1-2)

এতিমদের সঙ্গে দয়া, মায়া ও সহানুভূতিশীল আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾

স্মরণ কর, যখন বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। (Al-Qurān, 2 :83)

কুরআনের একটি আয়াতে এতিমের খাবার সংস্থান করাকে ঈমানের ভিত্তিগুলোর মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই, কিন্ত পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহর প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসদাসী মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী। (Al-Qurān, 2:177)

এতিমদের সামাজিক পুনর্বাসন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾

তারা তোমাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, তাদের ইসলাহ তথা সুব্যবস্থা (পুনর্বাসন) করা উত্তম। (Al-Qurān, 2:220)

অর্থাৎ আপনি যদি তাদের উন্নয়নে কল্যাণমূলক কিছু করতে চান, তাহলে তাদের ইসলাহ তথা সার্বিক দেখভালের সুব্যবস্থা করুন।

যারা এতিমের প্রতি অবিচার করে আল্লাহ তাআলা তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, ﴿ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ 'অসম্ভব, (কখনোই নয়) বরং তোমরা এতিমের সম্মান রক্ষা করো না।' (Al-Qurān , 89:17)

মক্কার কুরাইশরা এতিমদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করত। বাবা মারা গেলে চাচা এসে ভাতিজার সমুদয় সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজ উদরে হজম করে ফেলত। আল্লাহ তাআলা তাদের এই মন্দ কর্ম নিষিদ্ধ করেন। এতিম ও অনাথকে ধমক দেওয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে, ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ 'তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।' (Al-Qurān, 93:9)

এতিমদের প্রতিপালন, তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি হতে হবে নিঃস্বার্থ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও (আল্লাহর ভালোবাসায়) অভাবী, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে। (এবং তারা বলে) শুধু আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের আহার্য দান করি। বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না। (Al-Qurān, 76:8-9)

এতিমের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে এ জন্য ভয়ংকর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে। তারা অচিরেই দোযখের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (Al-Qurān, 4:10)

এতিমের সম্পদ যথাযথভাবে তাদের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾

এতিমদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করো এবং ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করো না। তোমাদের সম্পদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না। নিশ্চয় তা মহাপাপ। (Al-Qurān, 4:2)

৩.৬.খ. এতিমের প্রতি দায়িত্ব প্রসঙ্গে হাদীসের নির্দেশনা

এতিম প্রতিপালনের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করে তাদের মর্যাদা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما.

আমি ও এতিম প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব (তিনি তর্জনী ও মধ্য অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করেন এবং এ দুটির মধ্যে তিনি সামান্য ফাঁক করেন)। (Al-Bukhārī 2014, 5304)

অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ এতিমদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মুসলমানের উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين فيه يتيم يساء إليه.

মুসলিমদের ওই বাড়িই সর্বোত্তম, যে বাড়িতে এতিম আছে এবং তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ওই বাড়ি, যে বাড়িতে এতিম আছে অথচ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়। (Ibn Mājah 2013, 3679)

ইসলামের দৃষ্টিতে এতিমের প্রতিপালন জান্নাতে যাওয়ার উপায়। হাদীসে এসেছে,

"مَنْ قَبَضَ يَتِيماً مِنْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ البَتَّةَ إلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لا يُغْفَرُ له"

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো এতিমকে নিজেদের (পারিবারিক) খাবারের আয়োজনে শরীক করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ না করে। (Al-Tirmidhī 2013, 2029)

এ ছাড়াও আরো অনেক হাদীস ও কুরআনের আয়াতে ইসলামে এতিমদের অধিকার, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ, তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবৃত হয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজে এতিমদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

৩.৭. অবাঙালি পুনর্বাসন বনাম ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

বাংলাদেশের প্রধান আদিবাসী হলো বাঙালি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবাঙালি নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব মতে

বাংলাদেশে এ ধরনের অবাঙালি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৮টি। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, গারো, মো, খেয়াং, লুসাই, মনিপুরী, রাখাইন, হাজং, মুরং, মং ইত্যাদি (উইকিপিডিয়া, বাংলাদেশের জাতিগোষ্ঠী)।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই পাহাড়ি ও অনুন্নত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলস্রোত থেকে দুরে থাকার ফলে শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে পিছিয়ে রয়েছে। তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অবাঙালি পুনর্বাসন প্রকল্পটি পরিচালনা করে থাকে। আমরা তাদেরকে মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আর মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের যে নির্দেশনা তা নিম্নরূপ :

৩.৭.ক. সাধারণ নিরাপত্তা

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। মুসলিম সমাজে অমুসলিমরা অবাধে বসবাস করবে- এটিই আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান। আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। (Al-Qurān, 60: 8)

সংখ্যালঘু ও অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ কেমন হওয়া চাই- এ আয়াত পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে। এটিই ইসলামের নীতি। কোনো প্রকার শত্রুতা বা যুদ্ধাবস্থা না থাকলে তাদের সঙ্গে সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। ইসলামের আগে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে এমন সুন্দর ও সুস্পষ্ট আইন মানবসভ্যতায় আর দেখা যায় না।

৩.৭.খ. অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করেছে। ধর্মপালনের পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ‘ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।’ (Al-Qurān, 2: 256)

ব্যক্তি নিজের পছন্দ অনুযায়ী ধর্মপালন করতে পারবে। জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূল ﷺ ইয়েমেনের ইহুদি-খ্রিস্টানদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে রাসূল ﷺ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

﴿إنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما عليهم، وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته، فإنه لا يرد عنها﴾

ইহুদি-খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান হবে তারা মুমিনের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুমিনের মতোই তাদের সব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। আর যারা স্ব-ধর্মে রয়ে যাবে তাদের জোর করে ইসলামে আনা হবে না। (Ibn Hishām 1990, 4/231)

৩.৭.গ. অমুসলিমদের জীবনের নিরাপত্তা

মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, বরং তাদের সামাজিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হয়েছে। কারণ, তারাও সমাজের অংশ। এ কারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন,

من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة.

যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের অঙ্গীকারাবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (Al-Bukhārī 2014, 6914)

৩.৭.ঘ. অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তা

অমুসলিমদের সঙ্গে কখনো নিপীড়নমূলক আচরণ করা যাবে না। তাদের অধিকার খর্ব করা যাবে না। রাসূল ﷺ তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি কেয়ামতের দিন রাসূল ﷺ নিজেই নির্যাতিত অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়াবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বিচার চাইবেন। তিনি বলেন,

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.

যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের অঙ্গীকারাবদ্ধ অমুসলিমকে যুলম করে, তার অধিকার খর্ব করে, তাকে সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেয় বা তার অসম্মতিতে ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়, কেয়ামতের দিন আমিই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়ব। (Abū Dā'ūd 2015, 3052)

৩.৭.ঙ. অমুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা

রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে অমুসলিমদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার বিধান রয়েছে ইসলামে। বিশেষত প্রতিবন্ধী, অনাথ-দরিদ্র ও বৃদ্ধদের ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.

কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তার তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতে ঘ্রাণও পাবে না। (Al-Bukhārī 2014, 7150)

অমুসলিমরাও অন্যান্য নাগরিকদের মতোই রাষ্ট্রের নাগরিক। তাই তাদের প্রতি শাসকরা কতটুকু দায়িত্বশীল ছিলেন- সেই জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে।

মুসলিম রাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি যাকাত অমুসলিমদের দেওয়া যাবে না। শুধু যাকাতের ক্ষেত্রে বিধানের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা হয়েছে, অন্য যে কোনো দান-

সদকা অমুসলিমদের দেওয়া যায়। এখানে লক্ষণীয় যে, যাকাত দিতে হয় বছরে একবার। অন্যদিকে সদকা বছরের যেকোনো সময় অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেওয়া যায়। তা ছাড়া সদকা ধনীরা ছাড়াও মোটামুটি সচ্ছল যে কেউ আদায় করতে পারে।

এভাবে মুসলিম সমাজে অমুসলিমদের সব ধরনের অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। সীরাতের গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে এই চিত্রই আমরা দেখতে পাই। তাই অমুসলিমদের নির্যাতন-নিপীড়ন করা এবং তাদের উপাসনালয়ে হামলা করা ইসলাম সমর্থন করে না।

৩.৮. চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন বনাম ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা

বাংলাদেশে চা-শ্রমিকেরা বহুকাল ধরে নিরক্ষরতা, নিপীড়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করে আসছে। দেশের মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই। তারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, খালি পায়ে, জোঁক, মশা, সাপসহ বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় খেয়ে নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে। তাদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার ন্যূনতম সুযোগও অনেক জায়গায় নেই। এই বঞ্চিত শ্রমিকদের মানবিক সহযোগিতা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এই কর্মসূচিটি হাতে নিয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকার এ খাতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। (Budget 2019-2020)

ইসলাম শুধু কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির শ্রমিকের নয়; বরং সব শ্রেণির শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করেছে। নিম্নে বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করা হলো:

৩.৮. ক. মজুরি নিয়ে টালবাহানা অন্যায়

বেতন ও পারিশ্রমিক কর্মজীবীর অধিকার। ইসলাম দ্রুততম সময়ে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (Ibn Mājah 2013, 2443)

অন্য হাদীসে পারিশ্রমিক ও প্রাপ্য অধিকার নিয়ে টালবাহানাকে ‘অবিচার’ বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন,

مطل الغني ظلم

ধনী ব্যক্তির টালবাহানা অবিচার। (Al-Bukhārī 2014, 2287)

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকার পরও মানুষের প্রাপ্য ও অধিকার প্রদানে টালবাহানা করা অন্যায়। আর ঠুনকো অজুহাতে বেতন-ভাতা ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা আরো ভয়ংকর অপরাধ। হাদীসে কুদসীতে মহানবী ﷺ বলেন,

قالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ.

আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিপক্ষে বাদী হব। এক ব্যক্তি যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল, আরেক ব্যক্তি যে কোন আজাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, আর যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ দেওয়ার পর তা থেকে কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ তার প্রাপ্য দেয়নি। (Al-Bukhārī 2014, 2227)

এভাবে ইসলাম শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এ ছাড়া দুর্যোগ ও দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলেছে। প্রধানত এই দায়িত্ব নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের, এরপর রাষ্ট্র ও সমাজের।

৩.৮.খ. শ্রমিকের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক মালিকের পরিবারভুক্ত। ইসলাম শ্রমিককে 'ভাই' স্বীকৃতি দিয়ে তার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে বলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم .

তোমাদের দাসরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা হতে যেন পরিধান করায়। তাদেরকে তোমরা সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য করো না। তোমরা যদি তাদেরকে শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর। (Al-Bukhārī 2014, 2545)

পবিত্র কুরআনে শ্রমিক-মালিকের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾

আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। (Al-Qurān, 43:32)

৩.৮.গ. দুর্দিনে শ্রমিকের পাশে থাকার তাগিদ

ইসলাম সাধারণভাবেই দুর্দিনে অভাবগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আর অসহায় ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি হয় তার সেবা দানকারী শ্রমিক– তবে এই দায়িত্ব বেড়ে যায় বহুগুণ। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিকপক্ষকে শ্রমিকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس.

সে যা খায়, তা হতে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে যা পরিধান করে, তা হতে যেন পরিধান করায়। (Al-Bukhārī 2014, 2545)

এসব বক্তব্য থেকে দুর্দিনে শ্রমিকের পাশে থাকার গুরুত্ব বোঝা যায়। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত থেকে প্রয়োজনের সময় অধীনদের জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীন দাস-দাসীদের নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (Al-Qurān, 16:71)

৩.৮.ঘ. অসহায় শ্রমিক ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

জাতীয় দুর্যোগের সময় নিম্ন আয়ের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সম্পদের সুষম বণ্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থায় নেবে ইসলামী রাষ্ট্র। প্রখ্যাত তাবিঈ আবু মুসলিম আল-খাওলানী রহ. ও মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফয়ান রা.-এর মধ্যকার কথোপকথন থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তিনি মুয়াবিয়া রা.-কে বলেন, '(রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে) আপনার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো- যে একজন শ্রমিক নিয়োগ দিল এবং তার পশুপাল তার হাতে অর্পণ করল। যেন সে তা যথাযথভাবে দেখভাল করে এবং তার পশম ও দুধ সংগ্রহ করে। যদি সে উত্তম দেখভাল করে– ফলে পশুপালের ছোট পশু বড় হয় এবং দুর্বলগুলো সবল হয়, তবে সে মজুরির উপযুক্ত হয়; কখনো বেশি পায়। আর যদি সে ঠিকভাবে দেখাশোনা না করে; বরং তা ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে, ফলে পালের দুর্বল পশু ধ্বংস হয়ে যায়, শক্তিশালীগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং সে পশুর পশম ও দুধও ঠিকমতো সংগ্রহ না করে, তবে মালিক তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়, তাকে মজুরি দেয় না; বরং তাকে শাস্তি প্রদান করে।' (Ibn 'Asākir 1995, 27/223)

৪. উপসংহার

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সুরক্ষা সুদৃঢ়করণ ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতি বছর বাজেটে এ কর্মসূচিসমূহের বরাদ্দ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি উপকারভোগীর পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে এ কর্মসূচিকে শুধুমাত্র কিছু রাষ্ট্রীয় ভাতা ও সম্মাননার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ জনগণের মধ্যে সমাজসেবা ও মানবকল্যাণমূলক শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে পারলে সত্যিকার অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এর সঙ্গে কুরআন ও হাদীসের মানবকল্যাণমুখী শিক্ষা ও নির্দেশনাসমূহের গভীর মর্ম ও পরকালমুখী চিন্তাধারাকে যুক্ত করা গেলে এ কর্মসূচিসমূহের উপকার আরো ব্যাপক হবে। কারণ, ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি অনেক ব্যাপক ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত। এটি একদিকে যেমন সমাজের প্রতিটি সদস্যকে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মতো একজনের দুঃখে অপরকে দুঃখী হবার শিক্ষা দেয়, তেমনি দেশের শাসকদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দায়িত্বশীল অনুভূতি। ইসলামের মানবিক ও সমাজসেবমূলক শিক্ষাগুলো সমাজে ব্যাপক প্রচার করা হলে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানরা দরিদ্র, বঞ্চিত ও পশ্চাদপদ মানুষের পাশে দাঁড়াবে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি বাজেটের সুষম বণ্টন ও সঠিক ব্যবহারের প্রতি নজর দিতে হবে। তবেই এর কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে।

Bibliography

Al-Qurān al Karim

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. 2015. *Sunan*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Abū Jahrah, al-Imām Muhammad. 1974. *Al-Takāful al-Ijtemā'ī fī Islām.* Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

Abū Nu'aym al-Isfahānī, Aḥmad ibn 'Abd Allāh. 1996. Ḥilyat al-awliyā' wa-Ṭabaqāt al-Aṣfiyā. Cairo: Maktaba Al-Khanjī.

Abū Ya'lā, Aḥmad ibn 'Alī. 1992. *Musnad Abī Ya'lá al-Mawṣilī*. Damascus: Dār al-Thakāfat al-Arabiah.

Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Abū ʿAbdullāh Ash-Shaybānī. 1999. *Musnad*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 1994. Al-Sunan al-Kubrā. Makka: Maktaba Dār al-Bāz.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 2014. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīh*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Al-Munawī, Muhammad 'Abd al-Ra'uf ibn Taj al-'Arifīn. 1973. Fayd al-Qadīr. Beirut: Dār al-Ma'rifa.

Al-Qaradāwī, Dr. Yūsuf. 2008. *Usūl al-'Amāl al-Khair fī Islām*. Cairo: Dār al-Shurūq.

Al-Qurtubī, Abū ʿ Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr al-Ansārī. 2006. *Al-Jāmiʿ li-Ahkām al-Qurān*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Al-Tirmīdhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 2013. *Sunan*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Cabinet, Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. 2012. https://cabinet.gov.bd/site/view/notification_circular/13.01.2021

CRI, Center For Research and Information. *Bangladesh e Samajik Nirapotta*. Dhaka, Center For Research and Information, 2018

Daily Jugantor, September 21, 2020.

https://www.jugantor.com/todays-paper/window/346882/সামাজিক-নিরাপত্তা-কর্মসূচি-ও-কল্যাণকর-রাষ্ট্র

Ibn al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad.1996. Manāqib Amīr al-Muʾminīnʿ Umar ibn al-Khaṭṭāb. Egypt: Dār ibn Khaldūn.

Ibn 'Asākir, Abū al-Qāsim 'Alī ibn al-Ḥasan. 1995. Tārīkh Dimashq. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Hishām, Abū Muhammad ʿ Abd al-Malik. 1990. *Al-Sīrah al-Nawawiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī.

Ibn Mājah, Abū ʿAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rabʿī al-Qazwīnī Ibn Mājah. 2013. *Sunan*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2014. *Al-Musnad al-Sahīh*. Bairut: Muassasah al-Risālah.

MWS, Minisrty of Social Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh. 2021. https://msw.gov.bd/site/page/99075cc7-d653-45ee-8d1d-09c9a4e4630b/সামাজিক-নিরাপত্তা-বাজেট 13.01.2021

Thanwī, Ashraf Alī, 2015. *Muslim Bor Kone*.Translated by: Ataur Rahman Khasru. Dhaka: Mahfil

wikipedia. https://bn.wikipedia.org/wiki/13 December 2020

Zaydān, Jurjī. 2012. *Tārīkh al-Tamaddun al-Islāmī*. Cairo: Hindawi Foundaion